



181556 - "তোমাদরে মধ্যযে যার সামর্থ্য আছে তার উচতি ববাহ করা" শীর্ষক হাদসিরে অর্থ এ নয় যে, গরীব লোককে বয়িে করা থেকে বারণ করা

প্রশ্ন

এখানে ব্রটিনে অনেকে ছাত্ররাই চাকুরী করে। কেননা তারা নজিদেদেরকে হারাম থেকে বাঁচানোর জন্য বয়িে করতে চায়। আমি দুটো হাদসি পড়ছি; মনে হচ্ছে হাদসিদ্বয় সাংঘর্ষকি। এক: "হে যুবকরো! তোমাদরে মধ্যযে যার সামর্থ্য আছে তার উচতি বয়িে করা"। অপরটি হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনকৈ মহলিককে এক গরীব লোককে কাছে বয়িে দিয়েছিলেন। আমি যা বুঝতে পরেছি, প্রথম হাদসি বলছে: পুরুষেরে বয়িরে জন্য আর্থকিভাবে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; যাতে করে স্ত্রীর খরচ চালাতে পারে। আর দ্বিতীয় হাদসি বলছে: তিনি এক গরীব লোককে বয়িে করিয়েছেন যে কোন সম্পদেরে মালকি নয়।

এ হাদসিদ্বয় কি সাংঘর্ষকি; নাকি আমার বুঝার ভুল আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রথম হাদসিটি ইমাম বুখারী (৫০৬৬) ও ইমাম মুসলিম (১৪০০) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কিছু যুবক ছলাম যাদেরে কিছুই ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: হে যুব সমাজ! তোমাদরে মধ্যযে যারা সামর্থ্য রাখ তাদেরে উচতি বয়িে করে ফলো। কেননা বয়িে দৃষ্টি অবনতকারী ও লজ্জাস্থানকে হফোযতকারী। আর যার সামর্থ্য নহে তার উচতি রোযা রাখা। কেননা রোযা যতীন উত্তজেনা প্রশমনকারী।"

দ্বিতীয় হাদসিটি হচ্ছে— সাহল বনি সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণতি আছে যে, একদা এক মহলিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার নজিকে আপনার জন্য উপহার দতিে এসেছি (পরোক্ষ ভাষায় বয়িরে প্রস্তাব)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দকিে তাকয়িে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে মাথা নচি করলনে। মহলিাটি যখন দেখল যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনে ফয়সালা দচিহনে না তখন সে বসে পড়ল। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদেরে একজন বলল, যদি আপনার কোনে প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহলিাটিরি সঙ্গে আমার বয়িে দিয়ে দিনি। তিনি বললনে, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম কিছুই নহে। তিনি বললনে: তুমি তোমার পরবারেরে কাছে ফরিে যাও এবং দেখে কিছু পাও কিনা? এরপর

লোকটি চলে গলে এবং ফরিৎ এসে বলল: আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমকিচ্ছই পলোম না। নবী সাল্লাল্লাহু
 ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: দেখে, একটিলোহার আংটিহিলেও! তারপর সৎ চলে গলে এবং ফরিৎ এসে বলল: আল্লাহর
 কসম, একটিলোহার আংটিও পলোম না। কনিতু এই যৎ আমার লুঙগিআছে। সাহল (রাঃ) বলনে, তার কোনে চাদর ছলি না।
 অথচ লোকটি বলল: এটাই আমার পরনরে লুঙগি; এর অর্ধকে দতিে পারি। এ কথা শুনতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম বললনে: তওমার লুঙগিদিয়ে সৎ ককিরবৎ? তুমি পরধান করলে তার গায়ৎ কোনে কছি থাকবৎ না। আর সৎ পরধান
 করলে তওমার গায়ৎ কোনে কছি থাকবৎ না। তখন লোকটি বসৎ পড়লৎ এবং অনকেক্ষণ সৎ বসছেলি। তারপর উঠৎ গলে।
 রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফরিৎ যতেৎ দেখৎ ডকেৎ আনলনে। যখন সৎ ফরিৎ আসল, নবী সাল্লাল্লাহু
 ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেসে করলনে: তওমার কতটুকু কুরআন মুখস্থ আছে? সৎ গণৎ বলল, অমুক অমুক অমুক সূরা
 মুখস্থ আছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেসে করলনে: তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তলিওয়াত
 করতে পার? সৎ বলল: হ্যাঁ! তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: যাও তুমি যৎ পরমিাণ কুরআন মুখস্থ করছে
 এর বনিমিয়ে এ মহলিার সাথে তওমার ববিহ দলিাম। [সহহি বুখারী (৫০৩০) ও সহহি মুসলমি (১৪২৫)]

আলহামদু ললিল্লাহ; এ হাদসিদবয় সাংঘর্ষকি নয়। বরং প্রত্যকেটি হাদসি এর যথোপযুক্তস্থানে উদ্ধৃত হয়ছে। ইবনে
 মাসউদ (রাঃ)-এর হাদসিৎ সাধারণভাবে সকল যুবক ও বয়িতেৎ আগ্রহী ব্যক্তদিরে প্রতি আহ্বান উদ্ধৃত হয়ছে; এ কথা
 বরণনা করার জন্য যৎ, বয়িরে জন্য খরচরে সামর্থ্য থাকা ও যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়; যাতৎ করে স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ-
 পোষণ ও বাসস্থানের ফরয দায়তিব পালন করতে পারে।

الطبا (সামর্থ্য) মানৎ হচ্ছৎ—বয়িরে খরচাদি। তাই শরয়িতপ্রণতে (আইনদাতা) এ মূল বধিানটি বরণনা করতে চাইলনে। সৎ
 হল—বয়িটৎ শুধু নছিক একটা আকদ (চুক্তি) ও বধৈভাবে যতীন চাহদিাপূরণ নয়। বরং বয়িৎ একটা দায়তিব-কর্তব্য ও নারীর
 উপর পুরুষরে কর্তৃত্ব।

"এবং হাদসিটি এ প্রমাণও বহন করে যৎ, যৎ ব্যক্তি বয়িৎ করতে অপারগ তার জন্য রওযা রাখায় মশগুল থাকার বধিান
 রয়ছে। কেননা রওযা যতীন উত্তজেনাকে দুর্বল করে এবং শয়তানরে চলাচলকে সংকোচতি করে। তাই রওযা হচ্ছৎ- চরতির
 ঠকি রাখা ও দৃষ্টকিৎ অবনত রাখার মাধ্যম।"[মাজমু ফাতাওয়া বনি বায (৩/৩২৯)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "তওমাদরে মধ্যৎ যারা সামর্থ্য রাখ তাদরে উচতি বয়িৎ করে ফলৎ।" এ
 দললিও রয়ছে যৎ, যৎ ব্যক্তরি সামর্থ্য আছে ও বয়িরে খরচাদি বহন করার ক্ষমতা আছে তার জন্যৎ অবলিম্বৎ বয়িৎ
 করাটাই শরয়িতরে বধিান।

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলনে: "বয়িরে খরচাদি বহন ও স্ত্রীর অধিকার আদায়ৎ সক্ষম যুবকরে অবলিম্বৎ বয়িৎ করাই
 রাসূলের সুননত।"[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মি (৬/১৮)]



পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় হাদিসটি বিশিষে একটি ঘটনাকেন্দ্রিক এবং দরদির এক ব্যক্তির বয়ি করা ও চরিত্র রক্ষা করা সংক্রান্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঐ নারীর সাথে বয়ি দিয়ে দিয়েছিলেন যে নারী নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি উপহার হিসেবে পশে করছিলেন। এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, দরদিরতা সত্তাগতভাবে বিবাহকে বাধা দেয় না; যদি পাত্র দ্বীনদার হয় এবং নিজ প্রতিপালককে প্রতি বিশ্বাসী হয় এবং পাত্রীও সেরকম হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী নই তাদের বয়ির ব্যবস্থা কর, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ ও যোগ্য তাদেরও। তারা যদি দরদির হয় তাহলে আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেন। আল্লাহ মহা দানশীল, মহাজ্ঞাণী।"[সূরা নূর, আয়াত: ৩২] সুতরাং আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল, চরিত্র রক্ষার আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা থাকলে আশা করা যায় এমন দম্পতিকে আল্লাহ সাহায্য করবেন এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে রক্ষা দিবেন। যমেনটি সুনানে তরিমিযিতে (১৬৫৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তিনি ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব: আল্লাহর রাস্তায় জহাদকারী, এমন মুকাতাব দাস (মালিককে নিজের মূল্য পরিশোধ করে স্বাধীন হতে ইচ্ছুক) যে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক এবং এমন বিবাহকারী যে চরিত্র রক্ষা করতে ইচ্ছুক।"[আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

ইমাম বুখারী এ হাদিসটির শরিনোম দিয়েছেন এই বলে: "অভাবীর কাছে বয়ি দেওয়া"। দলিল হচ্ছে—আল্লাহর বাণী: "তারা যদি দরদির হয় আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন"। হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: "তিনি যে শরিনোম দিয়েছেন সটোর পক্ষে কারণ হিসেবে আল্লাহর বাণী: "তারা যদি দরদির হয় আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন" কে পশে করছেন। এর সার কথা হচ্ছে- বর্তমানে কারো দরদির অবস্থা তার কাছে বয়ি দেয়ার পথে বাধা নয়; যেহেতু ভবিষ্যতে তার সম্পদ অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।[সমাপ্ত]

আলী বনি আবু তালহা, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন: "আল্লাহ তাদেরকে বয়ি দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি স্বাধীন ও দাস সবাইকে বয়ি দেয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী করে দেয়ার ওয়াদা করছেন। তিনি বলেন: "তারা যদি দরদির হয় আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন।"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: "তোমরা বয়ি করার মাধ্যমে স্বাবলম্বন সন্ধান কর"।[তাফসিরে ইবনে কাছরি (৬/৫১)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

এ আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ তাআলা যাদের স্বামী বা স্ত্রী নই তাদেরকে এবং সৎ ও যোগ্য দাস-দাসীদের কাছে বয়ি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, এটি গরিবদের সচ্ছলতার মাধ্যম যাত করে, পাত্রী ও পাত্রীর অভাবকরণ নশ্চিন্ত হতে পারে যে, দরদির বয়ির পথে বাধা হওয়া অনুচিত। বরং বয়ি রক্ষা হাছলি ও স্বাবলম্বী হওয়ার



মাধ্যম।"['ফাতাওয়া ইসলামিয়া' (৩/২১৩) হতে সমাপ্ত]

এ কারণে সামর্থ্যবানকে বয়ি করার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করার অর্থ এ নয় যে, সামর্থ্যহীনকে বয়ি করতে বারণ করা; বিশেষত কটে যদি নিজের ব্যাপারে হারামে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করে।

অনুরূপভাবে সামর্থ্যহীনকে যত্ন উত্তজেনা দমিয়ে রাখা ও শান্ত করার জন্য রোযা রাখার দিক-নির্দেশনা দেওয়ার মধ্যও বয়ি করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিনিধকতা নাই। হতে পারে সে এমন কাউকে পাবে যিনি তাকে বয়ি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন। হতে পারে সে এমন কোন পাত্রীকে পাবে যে পাত্রী তার দ্বীনদারি ও সং হওয়ার কারণে তার আর্থিক অবস্থাকে মনে নবে। এগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, এক প্রথা থেকে অপর প্রথাতে পার্থক্য হয়। পক্ষান্তরে, ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর হাদিসে যা উদ্ধৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে— সাধারণ একটা শিষ্টাচার এবং সামর্থ্যহীনকে রোযা রাখার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করার পরামর্শ। আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়ি করার কোন উপায় পায় তাতে কোন অসুবিধা নাই। বরং তাকে বয়িরে ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্ভুদ্ধ করা হবে। ঠিকি এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আর যার সামর্থ্য নাই" তার ক্ষেত্রে তিনি এ কথা বলেননি যে, 'তার উচতি বয়ি না করা'। বরং তিনি বলছেন: "তার উচতি রোযা রাখা"; যাতে করে সে গুনাহতে লিপ্ত না হয়। আর যদি কিছু কষ্ট-ক্লেশে করে হলেও সে বয়ি করতে পারে নিঃসন্দেহে তাতে কোন অসুবিধা নাই। কারণ রোযাকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে একবোরে অপারগতার ক্ষেত্রে। যদি কিছু কষ্ট করে হলেও বয়ি করতে পারে তাহলে সেটাই ভাল।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।